বাংলা ছবি প্রযোজনায় অনুপম খের

ছবির ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক–অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলি।

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাব্বিশ বছর পরে আবার বাংলা ছবির জগতে ফিরলেন অনুপম খের। ২০০০ সালে মুক্তি পেয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘বাড়িওয়ালি’, যে ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন অনুপম। এবার ফিরদৌসুল হাসানের ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনের সঙ্গে অনুপম খের স্টুডিওর যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে নতুন ছবি ‘শুরু থেকে শুরু’। অনেক দিন পরে বাইরে থেকে বিনিয়োগ আসছে বাংলা ছবির জগতে, যা নিয়ে আশাবাদী ফিরদৌসুল হাসান। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরি, পাওলি দাম ও রাহুল বোস, নবাগতা স্নেহা পাল। শুক্রবার মধ্য কলকাতার হোটেলে কেক কেটে ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক–অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলি এবং ছবির কলাকুশলীরা। ছবির অন্যতম প্রযোজক অভিনেতা অনুপম খের বলেন, রাজ্যে সরকারের পালাবদল হওয়ায় নতুন সকাল এসেছে বাংলায়। এই ছবির নামও ‘শুরু থেকে শুরু’, অর্থাৎ নিউ বিগিনিং। ২৬ বছর পরে বাংলা ছবির প্রযোজনায় ফিরে সত্যিই আমি আনন্দিত।’

ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুম্বইয়ে বিজ্ঞাপনের জগতে কাজ করেছেন শমীক, এবার ছবি পরিচালনায় আসতে চলেছেন। পরিচালকের কথায়, ‘ছবি পরিচালনা করার পরিকল্পনা ছিলই। সেই কাজ শুরু করছি বাংলা ছবি দিয়ে, এটা বড় প্রাপ্তি। তা ছাড়া এই প্রোজেক্টের প্রযোজনায় আমার প্রিয় অনুপম খের, সবকিছু মিলে আমার কাছে এই ছবিটা স্পেশ্যাল।’ সম্পর্কের গল্প বলবে ‘শুরু থেকে শুরু’। এখানে রয়েছে এক দম্পতির গল্প আর তার সমান্তরালে চলতে থাকবে এক বাবা–মেয়ের গল্প। কিছু প্রেমের গল্পের জন্ম হয় তীব্র আবেগে, কিছু সম্পর্কের ভাগ্য নির্ধারিত থাকে। আবার এমন কিছু বিরল সম্পর্কও আছে, যা গড়ে ওঠে নিঃশব্দে। এই ছবিটি এমন এক প্রেমের হৃদয়স্পর্শী অন্বেষণ। পাহাড়ের শান্ত–স্নিগ্ধ পরিবেশে দুই ব্যক্তির আবেগঘন যাত্রার আখ্যান, যা জীবনের অপ্রত্যাশিত বাঁকে বারবার তাদের সম্পর্ককে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয়। এই দুই চরিত্রে থাকছেন টোটা ও পাওলি। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন রাহুল। ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা ছবিতে অনুপম খেরের মতো ব্যক্তিত্ব বিনিয়োগ করায় আশাবাদী ছবির অন্যতম প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান। তিনি বললেন, ‘বাংলা ইন্ডাস্ট্রি এখন দুটো সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে ভাল বিনিয়োগকারীর অভাব, অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক কমছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ‘শুরু থেকে শুরু’ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এত দিন পরে বাইরে থেকে বিনিয়োগকারী আসছেন বাংলায়। এই ধারা যেন জারি থাকে। আমরা সব সময়ে দর্শককে মনে রাখার মতো রুচিশীল ছবি উপহার দিয়েছি। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম হবে না।’ পুজোর পরে ছবির শুটিং শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনও পাহাড়ি অঞ্চলেই হবে শুটিং।

‘শুরু থেকে শুরু’ ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল কেক কেটে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক তথা অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলি, ছবির দুই প্রযোজক অনুপম খের ও ফিরদৌসুল হাসান, পরিচালক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পাওলি দাম, রাহুল বোস, টোটা রায়চৌধুরি, স্নেহা পাল ও জিৎ গাঙ্গুলি। কলকাতায়, শুক্রবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

দেশভাগের ক্ষতের ওপর প্রেমের আশ্চর্য আলো

ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা। পরিচালক ইমতিয়াজ আলি দেশভাগের ক্ষত ও প্রেমের আশ্চর্য আলোকে একসঙ্গে গেঁথেছেন তাঁর ছবিতে।

অনবদ্য নাসিরুদ্দিন

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: দেশভাগের ক্ষতকে জাগিয়ে তুললেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি, তাঁর নতুন ছবি ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’য়। আর, এই ছবিতে সেই ক্ষতের ওপর প্রেমের আলো জ্বালালেন ৯৫ বছরের ইশার সিংয়ের ভূমিকায় নাসিরুদ্দিন শাহ। সেই ১৯৪৭–এ ১৭ বছরের যুবক ইশারকে পাকিস্তানের সারগোধায় তাঁর প্রেমকে ফেলে চলে আসতে হয়েছিল, বাধ্য হয়ে। আজ অসুস্থ, স্ট্রোকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ ইশারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেশ–প্রত্যাগত নাতি নিরবৈর (দিলজিৎ দোসাঞ্জ) একা পাকিস্তান রওনা হয়। উদ্দেশ্য, দাদুকে খোঁজ এনে দেবে তাঁর ছেড়ে আসা ভালবাসার। দেশভাগ, উদ্বাস্তু হয়ে ট্রেন বোঝাই করে চলে আসা— সবই দেখিয়েছেন ইমতিয়াজ। ‘রকস্টার’, ‘হাইওয়ে’র পরিচালক একদম অন্য পথে হেঁটে ইতিহাসের ক্ষতকে চিহ্নিত করেছেন ইশার সিংকে কেন্দ্রে রেখে।

এক অনবদ্য ছবি ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’। প্রথম সপ্তাহে তেমন সাড়া ছিল না। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে, লোকমুখে শুনে শুনে, প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে দিচ্ছেন দর্শকরা। দিলজিৎ দোসাঞ্জ, বেদাঙ্গ রায়না, শর্বরী ওয়াঘ, অঞ্জনা সুখানি তো ভাল অভিনয় করেইছেন, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী ইশারের ভূমিকায় নাসিরুদ্দিন শাহর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সঙ্গে অনবদ্য সঙ্গীত এ আর রহমানের। ছবির প্রবাহের সঙ্গে হৃদয়ে মিশে আছে রহমানের সঙ্গীত।

পার্ক স্ট্রিটের পানশালায় জীবনের খোঁজ

এই খোঁজ দিতেই অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল এবার বড়পর্দার পরিচালক। তাঁর প্রথম ছবি ‘নেভার মাইন্ড’ মুক্তি পাবে আগামী সপ্তাহে। মুখ্য চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তিনি এখনও ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী। কিন্তু তার পাশাপাশি বড়পর্দার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন চৈতি ঘোষাল। আগামী সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে চৈতির প্রথম ছবি ‘নেভার মাইন্ড’।

পরিচালনায় আসাটা একেবারেই হঠাৎ করে ঘটেছে, জানালেন চৈতি। বললেন, ‘সম্রাটের লেখা এই গল্পটা শোনার পরেই মনে হয়েছিল, ছবির মাধ্যমে এটা আমি দর্শকদের শোনাব।’

তারপরই মাঠে নামলেন চৈতি। সিনেমার পরিচালনার জন্য অবশ্য ‘রক্তকরবী’কে সরিয়ে রাখেননি চৈতি। বললেন, ‘বাবার (প্রয়াত অভিনেতা শ্যামল ঘোষাল) নাটকের দল ‘অফবিট থিয়েটার’কে সচল করে নতুন ভাবে ‘রক্তকরবী’কে মঞ্চে এনেছি। তাই ‘নন্দিনী’ আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু সিনেমা পরিচালনার জন্য একাধিক টিভি সিরিয়ালে অভিনয়ের অফার ফিরিয়ে দিয়েছি। এই দুটো একসঙ্গে করা সম্ভব ছিল না।’

চৈতি জানালেন, এই ছবির মূল কেন্দ্র পার্ক স্ট্রিট এবং এখানকার একটি পানশালা, যার নাম ‘নেভার মাইন্ড’। এক রাতের গল্প। অনেক চরিত্র আসে এই পানশালায়। বহু বছর পরে বিদেশ থেকে ফিরে তৃণাও (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) আসে এখানে। সে একটা কিছু খোঁজে। সে জন্য কলকাতায় ফিরেই সে এই পানশালায় আসে। এখানে এক বাউন্ডুলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক, জুড সেবাস্টিয়ান গান করে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন চৈতির পুত্র অমর্ত্য। তৃণার সঙ্গে দেখা হয় জুডের। তারপর গল্প কোন দিকে এগোবে, সেটা ছবি বলবে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী, অনুষা বিশ্বনাথন, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই ছবিতে পার্ক স্ট্রিটকে নতুন করে আবিষ্কার করবেন দর্শকরা, এটাই চৈতির বিশ্বাস।

এই ছবিতে ঋতুপর্ণাকেই তৃণা হিসেবে চেয়েছিলেন চৈতি। চরিত্রটি ঋতুর খুবই পছন্দ হয়। এবং তখনই এই ছবির প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত হন ঋতুপর্ণা।

এই ছবির গান তৈরি করেছেন রূপম ইসলাম। আবহ এবং সঙ্গীত পরিচালনাও তাঁর।

এক রাতের গল্প হলেও, এই ছবি মানুষের জীবনের গভীর খোঁজকে তুলে ধরবে বলেই চৈতির বিশ্বাস।

ঋতুপর্ণা বললেন, ‘গল্পটা তো খুবই অন্যরকম। এবং আমি বরাবরই নতুন পরিচালকদের পাশে দাঁড়িয়েছি। যেহেতু চৈতিদির এটা প্রথম ছবি, তাই তিনিও নতুন পরিচালকই। আমি চেয়েছিলাম চৈতিদির ছবিটা ভাল ভাবে হোক। তাই অন্যতম প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছি। ছবিটা আমি উপস্থাপনও করছি।’ ঋতুপর্ণার বিশ্বাস, ছবিটা দর্শকদের ভাল লাগবে। অন্য স্বাদের গল্প বলবে ‘নেভার মাইন্ড’।

প্রথম পরিচালনা, তাই স্বভাবতই টেনশনে চৈতি। কিন্তু বাংলার দর্শকদের ওপর ভরসা আছে ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীর। সেই ভরসাতে ভর করেই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন পরিচালক চৈতি।

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, চতুর্থ তল,
১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মিঃ সঞ্জীব কুমার গাঙ্গুলি, পিতা– ভাস্কর গাঙ্গুলি; ২. মিসেস পিয়ালী গাঙ্গুলি, স্বামী– সঞ্জীব কুমার গাঙ্গুলি; ৩. মিসেস রেবা গাঙ্গুলি, স্বামী– ভাস্কর গাঙ্গুলি; উভয়ের নিবাস: ভৈরবপুর, বাঁকা, চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২০১	ক) ₹৩২,৭৭,৮১৪.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৫৩৬১৯৮২–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০১.১১.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) এবং ₹৬৪,৭৭৭.১৬, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৫৩৬২০১১–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০১.১১.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) খ) ১৯.১২.২০২৫ গ) ২৫.০৬.২০২৬ (প্রতীকী দখল)
১. মিঃ সুশান্ত দত্ত, পিতা– মোহিত মোহন দত্ত; ২. মিঃ মোহিত মোহন দত্ত ...	ক) ₹৪১,৭৮,৯৭৩.০৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০২০৬৩০০০৮–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২৫.১১.২০২৫ অনুযায়ী ...
... আর খতিয়ান নং ৮৮৬, জে এল নং ৩৯৮, থানা– আনন্দপুর, তহশিল– আনন্দপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১২২	... ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) খ) ১৮.১২.২০২৫ গ) ২৫.০৬.২০২৬ (প্রতীকী দখল)

বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ
সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রেনুয়ার, এল আর প্লট নং ৪০৮ ও ৪০৯, এল আর খতিয়ান নং ৮৮৬, জে এল নং ৩৯৮, থানা– আনন্দপুর, তহশিল– আনন্দপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১২২, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তর– তিমির দাসের জমি; দক্ষিণ– সতীশ দোলুইয়ের জমি; পূর্ব– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– দীপক নন্দীর জমি।

... এস বি গরাই রোড, আসানসোল, থানা– আসানসোল (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং ৭, মৌজা– নরাসংবাধ, জে এল নং ২১, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এডিএসআরও– আসানসোল, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩২৫–এ স্থিত ১৪৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ৩য় তলা, ব্লক– এ, জি+৪ তলা বাড়ি, ‘পার্বতী রেসিডেন্সি’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার মধ্যে রয়েছে ৩ (তিন) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ২ (দুই) টি টয়লেট, ২ (দুই) টি বারান্দা, তৎসহ সমস্ত সাধারণ অধিকার, অংশ, সুযোগ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা দলিলে বিস্তারিত জমি। চৌহদ্দি: উত্তর– সন্ধ্যা অ্যাপার্টমেন্ট এবং অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– এস বি গরাই রোড; পূর্ব– অন্যের সম্পত্তি; পশ্চিম– আটওয়ালদের সম্পত্তি।

তারিখ: ২৭.০৬.২০২৬; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ — অনুমোদিত আধিকারিক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুকো বৈংক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১
ই–নিলাম বিক্রির নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই–নিলামের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬

১৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.baanknet.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ই–নিলাম আয়োজিত হবে।
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১৮.০৭.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রির ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রযোজ্যমতো দখলের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে] নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘সেখানে যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

ক্রম নং	শাখা এবং অ্যাকাউন্টের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর/ শাখা প্রবন্ধকের নাম ও যোগাযোগের নম্বর	সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি / বিড বাড়ানোর মূল্য	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১	শাখা: শিলিগুড়ি (০২১০) আবেদনকারীর নাম: মিঃ রাজকুমার রবিদাস সহ–আবেদনকারিণীর নাম: মিসেস চন্দ্রাণী রবিদাস অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০২১০০৬১০০০৬৫৯৭ ...	প্রপার্টি আইডি: UCBA207724376 মিঃ রাজকুমার রবিদাস, পিতা– প্রয়াত ভরত রবিদাস–এর মালিকানাধীনে একতলা বাড়ি সমেত ২ কাঠা মাপের আবাসিক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– পাঁচকালগুড়ি, সাউথ কলোনি, ভালোবাসা মোড় বা ডাঃ অলক ঘোষ মোড়ের কাছে, ফুলবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ... [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ₹২৯,১৯,৮৯১.৭২ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও মাশুল খ) ২৮.০১.২০১৫	₹১৬,৪৩,০০০.০০ / ₹১,৬৫,০০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে	১৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
২	শাখা: ফালাকাটা ...	প্রপার্টি আইডি: UCBA209470850 ...	ক) ₹৫,৪৪,০৫৪.৫০ ...	₹১১,১৫,০০০.০০ / ₹১,১২,৫০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে	১৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা ...
৩	শাখা: সিউড়ি (০৪৪৪) ...	প্রপার্টি আইডি: UCBA21831124801 ...	...	...	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে	১৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা ...
৪	শাখা: সিউড়ি (০৪৪৪) ...	প্রপার্টি আইডি: UCBA21831124802 ...	...	...	২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৭.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে	১৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা ...

শর্ত ও নিয়মাবলি: ...
তারিখ: ২৬.০৬.২০২৬ স্থান: শিলিগুড়ি — চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)